# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

www.rajshahieducationboard.gov.bd


৫৪৫

স্মারক নং- ৩/এস/২৩/৬৪৮ তারিখ: ২৯/১/২০২০

বিষয় : মামলার তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং-৪৯০ তারিখ-০৪/০৭/২০১৯ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ১৬/০৩/২০১৬ তারিখের ৩/এস/২৩/৮৭০(৩) স্মারকে অনুমোদিত বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন "পেং হাজারকী উচ্চ বিদ্যালয়" এর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো: আছাদ আলী প্রাং ২০/০৯/২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করলে কমিটির সভাপতি পদ শূন্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মো: আছাদ আলী প্রাং ঐ কমিটির আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত অভিভাবক সদস্য এবং শিক্ষক সদস্যবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে সভাপতি নির্বাচিত হন। জনাব আছাদ আলীর মৃত্যুর পর তার শূন্য পদে সভাপতি নির্বাচনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ১১/১০/২০১৭ তারিখে সভা আহবান করে। উক্ত সভায় ম্যানেজিং কমিটির ৭জন সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ০৫ জন সদস্যের সমর্থনে শিক্ষানুরাগী মো: জাহিদুর রহমানকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সভাপতি নির্বাচনের উক্ত রেজুলেশনসহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে জমা দিলে কাগজপত্র সঠিক থাকায় জনাব জাহিদুর রহমানকে ম্যানেজিং কমিটির অবশিষ্ট সময়কালের জন্য সভাপতি অনুমোদন দেয়া হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রবিধানমালা ২০০৯ এর ৩১ (১) ধারায় বলা হয়েছে,"পদত্যাগ, বদলি, মৃত্যুবরণ বা অন্য কোন কারণে কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে যে শ্রেণীর সদস্য পদ শূন্য হইয়াছে প্রবিধান ২৬ অনুসারে প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীতে সেই শ্রেণীর যে সদস্য পরবর্তী অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন তিনি উক্ত শূন্য পদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন"। অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মো: আছাদ আলী প্রাং আজীবন প্রতিষ্ঠাতা বিধায় তার কোন প্রতিদ্বন্দী ছিলনা। সে কারণে তিনি এককভাবে প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরিতে সদস্য নির্বাচিত হন। ফলে ৩১(১) ধারা অনুযায়ী উক্ত শূন্য পদ পূরণের কোন সুযোগ ছিলনা। আরো উল্লেখ্য যে, প্রবিধানমালা ২০০৯ এর ৮ (৩) ধারায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে অথবা স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, খ্যাতিমান সমাজসেবক ......... ইত্যাদি হইতে ম্যানেজিং কমিটির একজন সভাপতি নির্বাচিত হইবেন"।

মো: আছাদ আলী প্রাং এর মৃত্যুর পর সভাপতি নির্বাচনের জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তার রেজুলেশনে মো: জাহিদুর রহমানকে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসেবে তাকে সভাপতি নির্বাচন বিধি পরিপন্থী নয়। তবে যে রেজুলেশনের ভিত্তিতে মো: জাহিদুর রহমানকে সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে পত্র জারী করা হয় সেই রেজুলেশনে যে ০৫ জন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে তাদের ০৪জন সদস্য পরবর্তীতে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন যে, রেজুলেশনে তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নন্দীগ্রাম, বগুড়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তিনি অভিযোগকারীদের অভিযোগ আমোলযোগ্য নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় এ বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের অবকাশ ছিলনা।

চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে

২৮/১/২০

বিদ্যালয় পরিদর্শক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

রাজশাহী।

এটিএম শিফাতুল মাজদার

পুলিশ পরিদর্শক

বিপি-৮২০৬১০৪৫২৭

সিআইডি, বগুড়া জেলা

SCHOOL_G/Rizaul-_Mamla _07-peg/1